দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

ছাত্রী হলে পুরুষ পুলিশ ঢোকার অনুমতি দিয়েছিল কে ?

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুরুষ পুলিশ ঢোকার অনুমতি কে দিয়েছিল? এই প্রশ্ন এখন ঘুরে ফিরছে পুরো ক্যাম্পাসে। শুধু ক্যাম্পাসেই নয়, এর বাইরেও জনমনে জিজ্ঞাসা– কি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের ছাত্রীদের বিক্ষোভ পুরুষ পুলিশ দিয়ে দমন করতে

(৭- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

ছাত্রী হলে পুরুষ

(প্রথম পাতার পর)

হবে? পুরো বিষয়টি ঘটনার দু'দিন পরেও রহস্যাবৃত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একাশি বছরের মধ্যে সংঘটিত এই ন্যক্কারজনক ঘটনার দায়িত্ব প্রথম থেকেই অস্বীকার করে যাচ্ছেন উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী। তিনি প্রথম থেকেই বলে যাচ্ছেন হলে কোন পুরুষ পুলিশ ঢোকেনি। কিন্তু নির্যাতিত ছাত্রী, প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী শামসুন্নাহার হলের অনার্স ভবন, মাস্টার্স ভবন এবং এক্সটেনশন ভবনে কমপক্ষে এক শ' পুরুষ পুলিশ ঢুকে পড়ে। এ সময় ছাত্রীদের একটি বিরাট অংশ ছিল ঘুমে। অল্প কিছু ছাত্রী ছিলেন বিক্ষোভরত। গরমের কারণে ঘুমন্ত ছাত্রীদের সবাই ছিলেন ক্যাজুয়াল ড্রেসে। এসব মেয়েকে দেখে পুলিশের সিপাইরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। তারা অনেক মেয়ের ওপর হামলে পড়ে। নির্যাতিত এক মেয়ের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে সেই কালো রাতের ঘটনা। তিনি বলেছেন, 'ধর্ষণ ছাড়া আমাদের আর সব কিছুই করা হয়েছে।' মেয়েদের আটক করে যখন গাড়িতে ওঠানো হয়, তখনও নির্যাতন থামেনি এসএসসি পাস পুলিশের। অনার্স, মাস্টার্স পড়ুয়া ছাত্রীদের বিরুদ্ধে ছুড়ে দেয় নানা অশ্লীল মন্তব্য। এক নির্যাতিত ছাত্রী বলেছেন, সেসব মন্তব্য মুখে আনা যায় না। চার সহকারী প্রক্টরের সামনে এসব ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটলেও তারা পালন করেছে নীরব দর্শকের ভূমিকা। সারা জাতির ঘৃণা উদ্রেক করা এই ঘটনা ঘটল কিভাবে? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে পাওয়া গেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। একটি সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নির্বাচনের দ্বন্দ্ব কাজ করেছে এ ক্ষেত্রে। বর্তমান উপাচার্য ঘটনার দিন রাতে পুলিশের এক ডিআইজিকে বলেছিলেন মহিলা পুলিশ পাঠাতে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক প্রভাবশালী শিক্ষক যারা ভিসি প্রার্থী ছিলেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ফোন করেন পুরুষ পুলিশ পাঠানোর জন্য। বার বার ফোন করার পর শেষে পুরুষ পুলিশ পাঠানো হয়। মহিলা পুলিশের সঙ্গে এই পুলিশও ঢুকে পড়ে শামসুন্নাহার হলে। কলুষিত করে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাশি বছরের ইতিহাসকে। শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটিই ছিল অন্যতম আলোচনার বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাঁদেরও একই জিজ্ঞাসা–'কে বা কারা পুরুষ পুলিশ পাঠানোর জন্য বলেছে!